Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্যঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : XIV Issue : I, 15th, April, 2024 ১লা বৈশাখ, ১৪৩১, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

১৪৩১ এর শুভেচ্ছা জানিয়ে এবারের সম্পাদকীয় শুরু হলো। পয়লা বৈশাখে, বাংলা নববর্ষ-যাপনে আমরা সবাই মেতে উঠব, পরস্পরকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাবো। পরের দিনই আবার সব ভুলে যাবো। ঠিক ২৪ দিন পর আবার এই অকেজো বাংলা মাসটাকে মনে পড়বে কারণ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। পুনরায় একুশে ফেব্রুয়ারি আপামর বাঙালি আবার আবেগঘন কাঁপা কাঁপা গলায় বাংলা ভাষার গুণকীর্তন করবে। তারপর শীতঘুমে ঘুমিয়ে পড়বে। তা পড়ুক। কারণ জীবিকার ক্ষেত্রে বাংলা আজ অচল। তদুপরি এই ভাষায় তথাকথিত স্মার্টনেস ঠিক আসে না। তাই আজকের বাঙালির কাছে বাংলা মাস, বাংলা ভাষা, বাংলা যাপন সবই অচল।

কেউ কেউ ভাবতেই পারেন বাংলা মাস তথা ভাষা অবলুপ্ত হয়ে গেলে কী আসে যায়! অবশ্যই যায়। ভাষা তার সঙ্গে নিয়ে গেছে বাঙালির চরিত্রের স্বাভাবিক গুণগুলোকে। অষ্টাদশ, উনবিংশ এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও বাঙালি পরিচিত ছিল সমাজ সচেতনতা এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মুখ হিসেবে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নাটক লিখে বাঙালি জেলে যেতে ভয় পায়নি, আবার বিধবা বিবাহের পক্ষে (৭০০০০) - বিপক্ষে (৩০০০০) বাঙালি সমানভাবে সক্রিয় ছিল, সাম্প্রতিক অতীতে জরুরি অবস্থায় সময়ও বাঙালি (পত্র পত্রিকা - বুদ্ধিজীবীসহ) প্রতিবাদ জানাতে, এমনকি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সহ্য করতেও ভয় পায়নি। কিন্তু আজকের বাঙালি সচেতনে ঘোরতর সামাজিক অনাচার থেকেও চোখ ফিরিয়ে নেয়, রাজনীতি এড়িয়ে যাওয়ার নামে। তাইতো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি অর্থাৎ ইলেক্টোরাল বন্ড (ভারতের অর্থমন্ত্রীর নিকট আত্মীয় দ্বারা অভিহিত) বা সন্দেশখালিতে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া কিংবা মা-বোনেদের যৌনদাসীতে পরিণত করা কিছুই বাঙালির শীত ঘুম ভাঙ্গাতে পারে না। আবারো প্রমাণ হলো ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় চরিত্রও হারিয়ে যায়।

আগামী ১৪ তারিখ রবিবার সন্ধ্যায় নববর্ষের প্রাক্কালে সবাই আসুন। শুভ নববর্ষ।

Vol : XIV Issue : I, 15th, April, 2024, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

বাচালনামা

কে ছিলেন সেই ডাক্তার হেনরী নর্মান বেথুন!

গাজী মহম্মদ আবুবকর

আজকাল প্রায় শোনাই যায় না ডাক্তার হেনরী নর্মান বেথুনের নাম (১৮৯০-১৯৩৯)! বিশ্বের ইতিহাসে বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন একজন সেরা মানবদরদী ডাক্তার। এমনকি, তাঁর জীবনটাও শেষ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন একই কারণে। ডাক্তার হেনরী নর্মান বেথুনকে মানবেতিহাসে একজন বিরল ব্যক্তিত্ব হিসেবে আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয় না।

ডাক্তার বেথুন ছিলেন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন। তারই স্বদেশ কানাডার তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। পেশায় ছিলেন চেষ্ট স্পেশালিস্ট ও শল্য চিকিৎসক। যক্ষারোগের কারণ ও তার প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। সারা পৃথিবীতে তখন যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেত। যক্ষার প্রতিষেধক স্ট্রেপটোমাইসিনের আবিষ্কার তখনও হয়নি। ডাক্তার বেথুন তবে যে আবিষ্কারের জন্য অমর হয়ে আছেন, তা হল মোবাইল ব্লাড ব্যাংক, যার মাধ্যমে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত বা প্রায় মৃত সৈন্যদের দেহে ব্লাড ট্রান্সফিউজ করে তাদের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হতো।

স্পেনে তখন চলছে Spanish Civil War (১৯৩৬-৩৯)। সেখানে জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সেখানকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে দিতে চলেছে। ডাক্তার বেথুন গেলেন স্পেনে। সেখানে ডাক্তার হিসেবে তার ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জল। গেলেন চীনদেশে। সাম্রাজ্যবাদী জাপানি সৈন্য চীনে গড়ে তুলতে চায় নতুন সাম্রাজ্য। তারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হয়ে মান্ধাতা আমলের বিপুল চীনা সৈন্যবাহিনীকে প্রায় পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল। মাও সে তুং এর নেতৃত্বে চীন তখনও ঘুঁরে দাঁড়ায়নি। ডাক্তার বেথুন চীনের পাহাড় সঙ্কুল বন্ধুর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ডাক্তার হিসেবে তাঁর ভূমিকা পালন করতে লাগলেন। সেখানে এক আহত সৈনিকের দেহে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে সেপটোসেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন তিনি।

ডাক্তার বেথুনের ধারণা ছিল, সমস্ত রকমের সামাজিক অসুস্থতার মূলে আছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর ফ্যাসীবাদের বিশেষ ভূমিকা। মুনাফা লোটার জন্য নিষ্ঠুর মানুষের আয়োজনের সীমা পরিসীমা নেই। প্রবল ইচ্ছা থাকলে যে-কোনো সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবেই। ডাক্তার বেথুনের অবিচল আস্থা ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদের ওপর। তিনি ছোটো ছোটো কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার ওপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মতে, অভিজ্ঞ ডাক্তার হলেই রোগীর অপারেশন সফল হবেই ভাবা ঠিক নয়। নার্সকেও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে, এটেন্ড্যান্টকেও অভিজ্ঞ হতে হবে। কারণ, জীবানুমুক্ত অপারেশন থিয়েটার ছাড়া কোনো অপারেশন সফল হতে পারে না।

এবছর ৩ মার্চ (মতান্তরে ৪ মার্চ) ছিল ডাক্তার হেনরী নর্মান বেথুনের ১৪৪তম জন্মদিন। আমাদের এই শহরে শুধু নয়, দেশের কোথাও তাঁর জন্মদিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে? শুধু ব্যতিক্রম দেখা গেল ডাক্তার বেথুনের নামাঙ্কিত দক্ষিণ কলকাতার একটি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে— Bethune Institute of Geriatric Research and Rehabilitation Centre-এ। এঁরা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করলেন এই মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বের জন্মবার্ষিকী। ডাক্তার মৃগেন্দ্র গাঁতাইত, যিনি সুদূর চীনের প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় ঘুরে এসেছেন, যেখানে ডাক্তার বেথুনের কর্মপরিধি বিস্তারিত হয়েছিল, তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ আলোচনা করলেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। জানা গেল, আজও চীনে জনগণ এই মহান ডাক্তারকে ভোলেনি। তাঁদের হল অফ ফেম-এ তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে মুদ্রিত আছে। এমনকি, মাও সে তুং শ্রদ্ধার সঙ্গে চীনের মানুষের প্রতি যে মানবিক কর্তব্য ডাক্তার বেথুন পালন করেছিলেন তাঁর উল্লেখ করতেন।

অনুষ্ঠানে অপর আলোচক ছিলেন আকুপাংচার চিকিৎসক ডাক্তার সন্দীপ সেনগুপ্ত। রাজা রামমোহন রায় ফাউন্ডেশন থেকে দেওয়া হলো প্রতিকৃতি ও দুটি গ্রন্থ এবং আগাম আশ্বাস যে তারা ভবিষ্যতেও বেথুন ইনস্টিটিউট-এর পাশে দরাজ হাতে দাঁড়াবেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানের শেষার্ধে ছিল গানবাজনা শ্রুতিনাটক ইত্যাদি। সঞ্জয় চৌধুরীর পরিচালনায় সাংস্কৃতিকীর শিল্পীদের সমবেত সংগীত, গৌতম রায়চৌধুরী ও কৃষ্ণা পালের রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন দিয়ে শ্রোতাদের সুরের জগতে প্রবেশের পথ সুগম হয়ে উঠেছিল। আমন্ত্রিত শিল্পী পাপিয়া মন্ডল তাঁর সমধুর সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশন করলেন কয়েকটি স্বল্পশ্রুত ভিন্ন ধর্মী গান। অনুষ্ঠানের শেষ নিবেদন শ্রুতিনাটক 'পুজোর বাজার' পরিবেশ করে খানিকটা তরল মুহূর্ত সৃষ্টি করলেন গৌতম রায়চৌধুরী ও শিখা রায়চৌধুরী।

ভ্রূণের অবস্থান স্বাভাবিক করতে ও মুখ খুলতে আকুপাংচারের সাহায্য নিন

ডা. সন্দীপ সেনগুপ্ত

মোবাইল : ৯৮৮৩১২০৭৬১

নারীর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হল সন্তান ধারণকাল বা গর্ভাবস্থা। চির আকাঙ্খিত এই সময় যেমন নারীর সুখের এবং আনন্দের সময়, তেমনই এই সময় হওয়া কিছু কিছু সমস্যা গর্ভবতী নারী এবং তার চিকিৎসকের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় সবরকম ওষুধও ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। সেটা আরও একটি অসুবিধের বিষয়। আকুপাংচার এই সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

কারণ, আকুপাংচার চিকিৎসায় কোনো ওষুধ বা রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় না। কেবল দু-একটি অতিসূক্ষ্ম স্টেনলেস স্টিলের সূঁচ নির্দিষ্ট কিছু বিন্দুতে ফোটানো হয়। গর্ভাবস্থায় অসুবিধেগুলোর মধ্যে খিদে না হওয়া এবং বমি বা বমিভাবের জন্য হাতে মাত্রা দুটো করে সূঁচ ফুটিয়ে মিনিট কুড়ি রেখে দিলেই কষ্টগুলো অনেকাংশে লাঘব হয় এবং খুব দ্রুততার সঙ্গেই তা ঘটে। এছাড়াও হাত-পা ফোলা, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্যায় বা পেটে ব্যথা ও যন্ত্রণায় আকুপাংচার সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়া গর্ভাবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় আকুপাংচার দারুণভাবে কাজ করে। এটিকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে ম্যালপজিশন অফ ফিটাস। অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণের এমন অবস্থান যা স্বাভাবিক প্রসবের পথে বাধার সৃষ্টি করে। গর্ভস্থ ভ্রূণটি ইউটেরাস বা গর্ভের মধ্যে মাথা নীচে এবং হাত-পা বুকের কাছে জড়ানো অবস্থায় থাকলে তাকে অ্যান্টেরো পস্টেরিয়র পজিশন বলা হয়। এটি স্বাভাবিক অবস্থান। কিন্তু অনেক সময় এই অবস্থান বদলে যায়। বদলে যাওয়া অস্বাভাবিক অবস্থানকে আকুপাংচারের সাহায্যে সহজেই সঠিক অবস্থানে আনা সম্ভব।

১৯৯৬ সালের একটি সমীক্ষামূলক পরীক্ষায় চীনের লি-ছিংহুয়া নামের এক গবেষক দেখেছেন, ছয় থেকে সাত সপ্তাহ গর্ভাবস্থা চলাকালীন সময়ে চিকিৎসা করালে ম্যাল পজিশন অফ ফিটাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। ওই পরীক্ষায় তিনি আটচল্লিশ জন মহিলার ওপর চিকিৎসা করেন। পায়ের কড়ে আঙুলের কোণে অবস্থিত একটি বিন্দুতে সূঁচ ফুটিয়ে মৃদু মাত্রায় ইলেক্ট্রো স্টিমুলেশন দেন। পাঁচ থেকে ছটি সিটিংয়ের পরই ভ্রূণের অবস্থান স্বাভাবিক হতে দেখা গেছে।

আবার, নিউ ইয়র্কের একটি আকুপাংচার ক্লিনিক থেকে অতি সম্প্রতি একটি কেস রিপোর্ট পাওয়া গেছে। এতে দেখা গেছে, বছর তিরিশের একজন মহিলা যার ম্যালপজিশন অফ ফিটাস ছিল। তিনি চিকিৎসারর জন্য আকুপাংচার ক্লিনিকে আসেন। তার চিকিৎসা শুরু হয় গর্ভাবস্থার প্রাথমিক অবস্থায়। দিনটি ছিল ২০১৪ সালের ১৮ জুলাই। এরও পায়ের কড়ে আঙুলের ওই বিশেষ বিন্দুতে চিকিৎসা করা হয়। তবে এক্ষেত্রে মক্সা নামক ভেষজের চুরুট জ্বালিয়ে তার সেঁক দেওয়া হয় পায়ের ওই বিন্দুতে। এই পদ্ধতি পরপর চারদিন প্রয়োগ করা হয়। দিনে দু-তিনবার করে। প্রত্যেকবার দশ থেকে পনেরো মিনিট সময় ধরে ওই সেঁক দেওয়া হয়। ২৪ জুলাই পরীক্ষা করে দেখা যায় ভ্রূণের অবস্থান স্বাভাবিক জায়গায় ফিরে এসেছে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ম্যালপজিশন অফ ফিটাস ঠিক করতে আকুপাংচার খুব ভালো ভূমিকা রাখতে পারে।

আসলে আকুপাংচার শরীরের মধ্যে থাকা হরমোন, এনজাইম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিককে কাজে লাগিয়ে শরীরের সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে দেয়। তাই কোনো ওষুধ প্রয়োগ না করেই শুধু দু-তিনটি সূক্ষ্ম সূঁচ ব্যথাহীন ভাবে ফুটিয়েই অনেক রোগ নিরাময় সম্ভব হয়।

মুখ খুলতে কষ্ট

রমেন নন্দীর বয়স ৪৮ বছর। গত পাঁচ বছর ধরে চোয়ালের যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। বাঁদিকের চোয়াল খুলতেই পারতেন না, পারতেন না খাবার চিবোতে। চোয়াল-নাড়াচাড়া করতে এবং হাঁ করতে গেলে অসহ্য

যন্ত্রণা ও ব্যথা অনুভব করতেন। শক্ত সুপারি দাঁতে ভাঙতে গিয়েই এই রোগের প্রকোপে পড়েন তিনি।

অনিমা দে, বয়স ২১। দাঁত তোলার পর থেকেই চোয়ালের ডানদিকে ব্যথা যন্ত্রণার সূত্রপাত। সম্ভবত দীর্ঘক্ষণ মুখ খুলে থাকার জন্যই রোগটির সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রেও মুখ খুলতে কষ্ট, খাবার চিবোতে, হাই তুলতে গেলে চোয়াল আটকে যাওয়া ইত্যাদি অনুভূত হয়।

অনিমেষ পালের চোয়ালের সমস্যা অবশ্য শুরু হয়েছিল অন্যভাবে। বছর পনেরোর ছাত্রটি স্কুলে সহপাঠিদের সঙ্গে খেলার ছলে মারামারি করছিল। এই সময় গালের ডানদিকে একটা আঘাত লাগে। চোয়ালের হাড়টি ফুলে ওঠে। মুখ খুলতে পারা দুর্বিষহ হয়ে যায়। ব্যথা যন্ত্রণা তো ছিলই।

ওপরে বলা তিনটি ক্ষেত্রে যে রোগটির সম্পর্কে বলা হল তার নাম 'লক-জ'। অর্থাৎ চোয়াল আটকে যাওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চোয়ালের চোট-আঘাত থেকে রোগটির সূচনা হয়। চোয়ালের হাড়টির নাম ম্যান্ডিবল অস্থি। এটি সামান্য ওপরে অবস্থিতি টেম্পোরাল অস্থির সাথে টেম্পোরা ম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট তৈরি করে। এই জয়েন্টটিই চোয়াল নাড়তে চাড়তে, হাঁ করতে, কথা বলতে সাহায্য করে। লক-জ-এর ক্ষেত্রে জয়েন্টটি তার স্বাভাবিক নাড়া-চাড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে চোট-আঘাত ছাড়াই রোগটি হতে পারে। কথা বলা, হাই তোলা, চিবানো— ইত্যাদির সময় ব্যথা-যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। শীতের দিনে বা আবহাওয়া পরিবর্তনেও রোগটির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

এক্স-রে বা অন্যান্য পরীক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু পাওয়া যায় না। অল্প কিছু ক্ষেত্রে টেম্পোরা ম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট আর্থ্রাইটিস পাওয়া যেতে পারে।

<u>লক-জ-এর আকুপাংচার চিকিৎসা</u>

আকুপাংচার চিকিৎসা করা হয় অতীব সূক্ষ্ম সুচের সাহায্যে। শরীরের ত্বকে আকুপাংচার চিকিৎসা করা হয় অতি সূক্ষ্ম সুচের সাহায্যে। ত্বকের ওপর অবস্থিত কিছু কিছু বিন্দুতে সূচগুলি উপযুক্তভাবে পরিশোধন করার পর ফোটানো হয়। দক্ষ হাতে সূচ ফোটালে মোটেই ব্যথা লাগে না। লক-জ-এর ক্ষেত্রে আক্রান্ত দিকে গালের ওপর দু-একটি করে সূচ ফোটানো হয়। আক্রান্ত গালের (চোয়ালের) সূচগুলিতে মৃদু বৈদ্যুতিক উত্তেজনাও দেওয়া হয়। পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ করতে ২০-২৫ মিনিট সময় ব্যয় হয়।

এছাড়া সাতটি সূচবিশিষ্ট হ্যামারের সাহায্যে রোগাক্রান্ত স্থানে আগাত করা বা মক্সা চুরুটের সাহায্যে মৃদু তাপ প্রয়োগও প্রয়োজন অনুযায়ী করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ১০-১৫ বার সিটিং নিলেই রোগীরা প্রভূত পরিবর্তন বুঝতে পারেন।

আকুপাংচার চিকিৎসা এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়াম লক-জ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে সক্ষম।

১ এপ্রিল থেকে ২০২৪ - ২০২৫ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শৈবতীর্থ রুদ্রনাথের গুহা মন্দিরে একটি রাত

(২য় পর্ব)

সমীর কুমার ঘোষ

প্রসঙ্গক্রমে সাথীদের বলি হিমালয় প্রেমিক ভ্রমণ সাহিত্যের সুলেখক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চকেদার গ্রন্থে এই কাহিনীটি একটু অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তোমরা যদি শুনতে চাও তাহলে যতটুকু মনে আছে বলি। সঙ্গীরা অরণ্য পথে মুখরোচক কাহিনী শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলে বলি— ভগবান ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি কর্দমের কন্যা অনসূয়ার বিবাহ হয় সপ্ত ঋষির অন্যতম অত্রি মুনির সঙ্গে। বিবাহের পর কোনো সন্তানাদি না হওয়ায় তাঁরা তপস্যা করেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবতারা বর দিতে চাইলে অনসূয়া প্রার্থনা করেন আপনাদের তিনজনকেই পুত্ররূপে পেতে চাই। যথাসময় দম্পতি তিন পুত্র লাভ করেন। এঁরা হলেন— সোম, দত্তাত্রেয় এবং দুর্বাশা।

এছাড়া কিছু পূর্বে পুরোহিত ঠাকুরের কাছে শোনা কাহিনীর মতো আরেকটি হল— দেবর্ষি নারদের মুখে অত্রি ঋষির সাধ্বী স্ত্রী সতী অনসূয়ার পতিব্রতার প্রশংসা শুনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের তিন মহিষীর অন্তরে ঈর্ষার বহ্নি জ্বলে ওঠে। দেবীরা নিজ নিজ স্বামীদের অভিমানভরে অভিযোগ করে অনুরোধ করেন মর্ত্যে গিয়ে অনসূয়ার পতিব্রতার পরীক্ষা নিয়ে এসো। দেবীদের মন রাখতে তিন দেবতা অত্রি মুনির আশ্রমে ব্রাহ্মণ অতিথির ছদ্মবেশে হাজির হলে অনসূয়া তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে, অতিথি সেবার আয়োজন করলে ব্রাহ্মণরা তাঁদের ঝুলি থেকে কতকগুলি ছোট ছোট গুলি বার করে বলেন, এই ফলগুলিই আমাদের খাদ্য এগুলি সিদ্ধ করে দিলেই হবে। ফলগুলি হাতে নিয়ে উনি আশ্চর্য হয়ে দেখেন সবকটিই লোহার গুলি। তখন কি করবেন ভেবে না পেয়ে তপস্যারত অত্রি মুনিকে স্মরণ করে সব জানান। মুনিবর সব শুনে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে লোহার গুলি নরম করে দেবন।

দেবতারা তুষ্ট হয়ে স্বর্গে ফিরে এসে দেবীদের কাছে অনসূয়ার দেব সেবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এতে দেবীরা আরও ঈর্ষান্বিত হয়ে বলেন— তোমরা প্রতারিত হয়েছ। এখনই মর্ত্যে গিয়ে অনসূয়ার সতীত্ব আর পতিব্রতার অহংকার চূর্ণ করে তবে ফিরে এসো।

তিন দেবতা এখন কি আর করেন, নিতান্ত বাধ্য হয়ে আবার এসে হাজির হন মুনিবরের আশ্রমে। অনসূয়া অতিথিদের অভ্যর্থনা করে, সেবা করতে চাইলে, অতিথিরা বলেন— কোলে বসিয়ে তাঁদের একে একে স্তন্যপান করাতে হবে। এরকম বীভৎসা প্রস্তাব শুনে সতী শিউরে ওঠেন। এবং অনন্যোপায় হয়ে পতিদেবতাকে স্মরণ করে এহেন অদ্ভুত আবেদনের কথা জানন। শুনে মুনিবর যোগবলে অতিথিদের প্রকৃত পরিচয় জেনে হেসে বলেন— এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি বলে কমণ্ডলু বারি ছিটিয়ে দেন অতিথিদের মাথায় এবং বলতে থাকেন "বালো ভব"। নিমেষে তিনি অতিথি তিন শিশুতে পরিণত হন। বাৎসল্যরসে অনসূয়ার বুকে দুধের ধারা নামে। শিশুকোলে মাতা অনসূয়া তাদের একে একে স্তন্যপান করান।

এদিকে সময় বয়ে যায়। স্বামীদের বিলম্ব দেখে স্বর্গের দেবীরা উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেরাই সন্ধান করে

আশ্রমে হাজির হন। কুটীরে প্রবেশ করে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে দেখেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন শিশু হয়ে খেলনা হাতে আপন মনে খেলা করছেন। নিজেদের স্বামীকে চেনাই দায়। তখন তাঁরা নিরুপায় হয়ে অনসূয়ার কাছে মিনতি জানিয়ে আত্মত্রুটি স্বীকার করেন। অত্রিমুনির মন্ত্রপুত বারিধারায় দেবতারা নিজরূপ ফিরে পান। অনসূয়াদেবীর অক্ষয় মহিমা স্বর্গে-মর্ত্যে ঘোষিত হয়। মর্তের সতীর কাছে স্বর্গের দেবীরাও হার মানেন।

পথ চলতে চলতে কাহিনীগুলো মনযোগ সহকারে শোনার পর শম্ভুদা মুচকি হেসে বলেন— আচ্ছা বলতো, মহাঋষি দুর্বাসা মুনির বয়স কত ছিল? বলে স্বগতোক্তি করেন— সেই ত্রেতায় রামায়ণের যুগ থেকে দ্বাপরে মহাভারতের যুগে পাণ্ডবদের বনবাস কালেও ওনার উপস্থিতির কথা জানা যায়— তাহলেই বোঝ। অবতার নির্দিষ্ট সময় দেহ রাখলেও মুনি, ঋষিরা তপঃ বলে কেমন অনায়াসে যুগ যুগ ধরে ব্যাট করে যেতেন। আউট করার ক্ষমতা কোন বোলারের নেই। শুনে সবাই হো হো করে হাসে।

শুরু হল জঙ্গলের রাস্তা। পাইন, দেওদার আর ওক গাছের ছাওয়া পথ। কিছুটা চড়াই পথ পেরোনর পর দেখি এক জায়গায় চারটি রাস্তা চারদিক থেকে এসে মিশেছে। কোন রাস্তা ধরব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সঙ্গী-সাথীরা বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গেছেন। পিছনে পড়ে আছি আমি, স্বপন আর শম্ভুদা। চড়াই ভাঙ্গতে শম্ভুদার বেশ কষ্ট হচ্ছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে পথ চলা, তাই একটু বিলম্ব, চলেছি সবার শেষে আন্দাজ মতো একটা পথ ধরে কিছুটা এগোতে হান্টার জুতোর শোলের ছাপ দেখে বুঝি ঠিক পথ ধরেছি। এ পথে কিছুটা যাবার পর দেখি পথ নির্দেশ রয়েছে অত্রিমুনির আশ্রমের। এবং এই পথে মুনিবরের আশ্রমে যেতে আসতে অতিরিক্ত ৩ কিমি পথ অতিক্রম করতে হবে। সে এখন সম্ভব নয়। এ যাত্রায় মুনিবরের তপস্যাস্থল না দেখার খেদ নিয়ে জঙ্গলের ভিতর আরও কিছুটা এগোনর পর আমাদের অগ্রবর্তী সাথীদের দেখা পাই। এখানকার বনপথটা ছবির মতো সাজানো। মাঝখানে চওড়া রাস্তা, দুপাশের প্রাচীন গাছপালা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পথটাকে ছায়াময় করে রেখেছে। একা পথ চলতে গা ছম্ ছম্ করে। জঙ্গলের পথটা সোজা, অনেকটা পথ দেখা যাচ্ছে। খানিক এগোতে দেখা পেলাম অমৃত গঙ্গা নদীর। স্বগর্জনে অমৃত ধারা ছুটে চলেছে জঙ্গলের গভীরে। পাথরে ধাক্কা লেগে সাদা ফেনা তুলে যেন হাসিতে-খুশিতে ডগমগ করছে। নদীর উপর কাঠের ব্রীজ পার হয়ে, নদীর অপর পারে গিয়ে সামান্য যাত্রা বিরতি। ঠিক হল দ্বিপ্রাহরিক আহার আমরা অমৃত গঙ্গার তীরে বসেই সারব। ক্ষুদিরাম আমাকে রুটি, আলুর দম আর বাকী সকলকে পুরী, আলুর দম পরিবেশন করল। কারণ, কয়েকদিন পূর্বে আমি জন্ডিসে ভুগেছি। আহার শেষ পথে নামলাম ১১টা নাগাদ। এ পথের শেষ গ্রাম ছিল অনসূয়া। পথে আর কোনো বসতি নেই। পাওয়া যায় না পানীয় জল। তাই অমৃত বারি আঁজলা ভরে পান করে ভরে নিলাম জ্যারিকেনে। চড়াই পথে জল তেষ্টা পায় ঘন ঘন। ১৩ জন সদস্য, ছ-সাত লিটার সুমিষ্ট জল আর কতক্ষণ। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে জল ফুরিয়ে যায়। তারপর মিছরি আর লজেন্সই ভরসা।

একটানা চড়াই। উঠছিতো উঠছিই। কতটা পথ পার হয়েছি কিছুই বুঝতে পারছি না। এদিকে অমৃত গঙ্গা পেরোনর পর গুরু শিষ্য মানে রবি সেন আর ছাত্র স্বপন মিত্রর মধ্যে একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। রবিদার বক্তব্য আমরা সাগর হয়ে না গিয়ে এই জঙ্গলময় পথে কেন এলাম। সাগর হয়ে গেলে এরকম

গভীর জঙ্গলে পড়তে হোত না। প্রতিবাদে স্বপন বলে সাগরের পথ বোল্ডার বিছানো ওপথে হাঁটা খুবই কষ্টকর তার থেকে এই জঙ্গলের পাতা বিছানা নরম পথে পথ চলা অনেক আরামদায়ক। এছাড়া গতকাল রাত্রে আমরা সবাই একসঙ্গে বসে ঠিক করি অনসূয়া হয়ে রুদ্রনাথ দর্শনে যাব। তাহলে এখন একথা আসছে কেন? উত্তর কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে রবিদা চীৎকার করে বলেন— আমি আর যাব না, তোমরা এগোও আমি ফিরে যাচ্ছি মণ্ডলে। অনেক চেষ্টা করে গুরু শিষ্যের বাদানুবাদ থামাতে না পেরে স্বপনকে টেনে নিয়ে এগোতে থাকি। একজন সরে যাওয়ায় বাদানুবাদ নিমেষে মিটে যায়। প্রসঙ্গক্রমে, জানিয়ে রাখি রুদ্রনাথ দর্শনান্তে ফেরার সময় টানা বোল্ডার বিছানো পথে নামতে নামতে রবিদা হতাশ হয়ে বলেছিলেন এ পথের থেকে গতকালের জঙ্গলময় পথ ছিল অনেক ভাল। গত কালকের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত, তোমরা কিছু মনে কোর না।

জঙ্গলের দৃশ্য অপূর্ব। নানা রকম বিশাল বিশাল প্রাগৈতিহাসিক গাছের ঘন অবস্থানের দরুন বেলা ১২টার সময়েও পথে কোথাও সূর্যের আলো এসে পৌঁচচ্ছে না। একটা শান্ত, নিঃঝুম পরিবেশ। আর এই মনোরম পরিবেশে সংসার বেঁধেছে কতরকম নাম না জানা বাহারী পাখি। হরেক রকম তাদের ডাক। এর মধ্যে পথ চলতে চলতে যে কটির এক ঝলক দর্শন পেয়েছে তাতে মন ভরে গেছে এবং এই কষ্টকর যাত্রা সার্থক হয়েছে বলে মনে করি। এবার তদের অপরূপ বাহারের কথা বলি— দেখলাম সবুর রঙের একটি পাখি তার হলুদ বরণ একটি লম্বা লেজ নিয়ে আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে উড়ে গিয়ে বসল দূরের এক গাছে। আরেকটা ছিল চড়ুইয়ের মতো ছোট, ডানার রং হাল্কা হলুদ তাতে রয়েছে খয়েরি ছোপ আর লেজ দেহের থেকে অনেকটাই বড় লাল রঙের। মাথায় ঝুঁটিওয়ালা নস্যি রঙের উপর নীল-হলুদের ছোপ রয়েছে ডানায় এমন পাখিও দেখলাম বেশ কয়েকটি। আর হিমালয়ের ময়না যে কত দেখেছি বলে শেষ করা যাবে না। নিস্তব্ধ, শান্ত বনতলের কোনো গাছের পাতার আড়াল থেকে ডেকে চলেছে কুব পাখি কুব কুব করে। ডাক শুনে মনে হয় নির্জন দুপুরে গ্রাম বাংলার গাছে ছাওয়া কোনো মেঠো পথে হেঁটে চলেছি। আর একটা ছোট্ট পাখির বিচিত্র ডাকের কথা না বললেই নয়, ঠিক যেন স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং করে। একনাগাড়ে ডেকে গেল বেশ কিছুক্ষণ। অনেক অপেক্ষা করে এই নস্যি রঙা ছোট্ট পাখিটার দেখা পেয়েছিলাম মাত্র একবার। অন্তরাল থেকে ডাকাই এদের স্বভাব। তবে এদের ডাক শোনা যায় অনেক দূর থেকে। আরেকটা ডাক শুনলাম সেলাই মেশিন চালানোর শব্দের মতো টিক্ টিক্ করে বেজেই চলেছে, অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করেও কোনো পাখির দেখা না পেয়ে মনে হল এ শব্দ করছে হয়ত জঙ্গলের কোনো কীট পতঙ্গ। সত্যিই এ এক আলাদা বিচিত্র জগৎ। এ জগতের কথা বলে শেষ করা যাবে না, আর এ জগতে যে কখনও আসেনি, তাকে ঠিক বোঝানও যাবে না। এ হল বিটলদের সাম্রাজ্য, এদের চোখে দেখা যায় না শুধু বিচিত্র সব শব্দ শুনে বুঝে নিতে হবে তারা কারা। এখন এদের সাম্রাজ্য দিয়েই চলেছি।

একটা জঙ্গল অতিক্রম করার পর পাহাড়ে ঢালে দেখা যাচ্ছে সবুজ ঘাসে ঢাকা বুগিয়াল। হানসা বুগিয়াল-য়ে ফুটে আছে নানা বর্ণের ছোট চোট অজস্র ফুল। দেখে মনে হয় কার্পেট ফুলে সাজানো। পথে হরিনের খুরের দাগ মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। কতটা পথ এসেছি বা কতটা পথ বাকী, কিছুই বোঝা যাচ্ছে। কিছুটা চড়াই ভাঙার পর শুরু হল জঙ্গল। গভীর জঙ্গল। গা ছম্ ছম্ পরিবেশ। সবাই একসাথে চলেছি।

মালবাহকেরা বলেছিল পথে তিনটি পাহাড়ে চারটি বড় বড় জঙ্গল পড়বে। তৃতীয় জঙ্গলে রবি যেন বললেন একটা ভালুক দেখেছেন। আমরা কেউ দেখতে পাইনি। তবে, রবিদার বিশদ বর্ণনা শুনে একজন মালবাহক মুচকি হেসে বলল "বাবুজি মালুম হোতা হ্যায় ইয়ে জঙ্গল মুর্গা (মোরগ) হোগা।" শুনে রবিদা প্রচণ্ড চটে যান এবং ওনার দৃঢ় বিশ্বাস উনি ভালুক ছাড়া অন্য কিছু দেখেননি। তর্ক না বাড়িয়ে সবাই মেনে নেয় উনি ভালুক দেখেছেন। কথা বলতে বলতেই আমরা এগিয়ে চলেছি, পথ এখন অনেক বাকী। পথে কোথাও জল নেই, অমৃতধারা কখন ফুরিয়ে গেছে, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। মালবাহকেরা বলে "আউর থোরা জানেকা বাদ পানি মিলেগা।" সুতরাং থামলে চলবে না। কষ্ট হলেও এগিয়ে যেতে হবে। দেখতে দেখতে একসময় এ জঙ্গলটা শেষ হল।

শুরু হল চতুর্থ জঙ্গলের পথরেখা ধরে পথ চলা। ঝিঁঝিঁর কোরাস, চেনা অচেনা পাখির কুজন শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছি। জঙ্গলে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসলাম। এখানে কিছুদিন আগে প্রচুর গাছ কাটা হয়েছে। কাঠ চেরাই করে নীচে পাঠিয়েছে তাই কাঠুরেরা অস্থায়ী ঘর করে এখানে থাকত। তার প্রমাণ রয়েছে অনেক। নির্জন জঙ্গলে ঝরনার একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। মালবাহকরা সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে যায় জল আনতে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও জল আর আসে না। অগত্যা মালবাহকদের খোঁজ করতে জঙ্গলের গভীরে প্রবেশ করলাম, পদচিহ্ন করে কিছুটা এগোতেই ওদের দেখা পাই, জল নিয়ে আসছে কিন্তু তা পানের অযোগ্য, কাদায় ভর্তি। ফেরার সময় ছোট্টু সিং দেখায় বন্য শূকরের পায়ের ছাপ, ওরা খানিক আগে এখানে জল পান করতে এসেছিল, তাই জল এরকম ঘোলা হয়ে রয়েছে। ওই জল কেউ আর মুখে তুলল না। এখন প্রায় চারটা বাজে জলের জন্য সময় নষ্ট না করে সকলে এগোতে থাকি চড়াই পথ ধরে।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর একটা ক্ষীণ ঝর্ণা ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। এর জল বেশ স্বচ্ছ এবং সুপেয়। ভীষণ ঠাণ্ডা, দাঁত কন্ কন্ করে ওঠে। দু-এক ঢোঁক পান করে তৃপ্তি মেলে। সব কটি জলের পাত্র ভরে নিতে বলি। এই জঙ্গলে সবাই একসঙ্গে পথ চলছি কারণ, কোনো পথ রেখা নেই। মালবাহকরা যেমন ভাবে এগোয় আমরা ওদের পিছু পিছু চলি। তবুও এর মধ্যে সুবিধাজনক পথে সকলকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাই। সবার আগে পথ চলায় বেশ মজা অনুভব করি। জঙ্গলের পথে হাঁটার সময় প্রতি পদক্ষেপেই একটা রোমাঞ্চ অনুভব করি, মনে হয় প্রতিটি বাঁকের পর হয়ত নতুন কিছু দেখব যা এখন দুর্ভেদ্য জঙ্গলের জন্য দেখতে পাচ্ছি না। পথের অনেক জায়গায় গাছের ঝরা পাতা পুরু হয়ে জমে আছে এর উপর দিয়ে হাঁটতে বেশ আরাম হয়। মনে হয় যেন শুকনো পাতার কার্পেটে হেঁটে চলেছি। তবে, সাবধানে পা না ফেললে পদে পদে পা হড়কে বিপদ ঘটতে পারে। বারংবার পা হড়কেও যায়। দলের কয়েকজন অসাবধানতার কারণে পা পিছলে পড়ে গড়াগড়ি খেয়ে উঠে পড়ে। শুকনো ঝরা পাতার উপর হাঁটার সময় নিজেদের পায়ে লেগে পাতায় খস্ খস্ সর সর শব্দ ওঠে। সতর্কতার সঙ্গে এদিক ওদিক তাকাই কিছু দেখা যায় না বুঝি পিছনের সহযাত্রীর পদশব্দ এটি। এভাবেই এগোতে এগোতে প্রায় পাঁচটার সময় দেখি জঙ্গল হাল্কা হয়েছে, আকাশ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়, আর তেমন জঙ্গল নেই। **(ক্রমশ)**

যতদিন বাঁচবো, ততদিন শিখবো

তপনকুমার দাস

বিশ্বকবির ভাষায় বলতে হয়, বিপুলা এ পৃথিবীরে আমি কতটুকু জানি। গত ১৪ ও ১৫ মার্চ কলকাতা যুবকেন্দ্র মৌলালিতে দুদিন ব্যাপী শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন (সি. এম. আই. জি) ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউট জিরোনটোলজি। প্রধানত আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল যে, কীভাবে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া যায়— তার মধ্যে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা অন্যতম। তাদের আলোচনায় সমাজের বিভিন্ন বিষয়কে উত্থাপিত করেন যেমনভাবে বলা যায় সমাজবিজ্ঞান, আইন সংক্রান্ত, চিকিৎসা এবং সামাজিক দিকগুলির সমাধান। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে বিখ্যাত চিকিৎসকবৃন্দ, আইনজীবী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী এবং অর্থশাস্ত্রের বিশিষ্ট অধ্যাপকবৃন্দ। প্রত্যেক বক্তারাই আলোচনা জন্য প্রশ্ন ও উত্তর পর্বের ব্যবস্থা করেন সংগঠনের পক্ষ থেকে।

সেক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন প্রতিনিধিরা বোঝার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন এবং বক্তারা সঠিকভাবে উত্তর দিয়ে সমাধান করেন। ফলে এই দুদিন যে সকল আলোচনা হয়েছে তা থেকে বহু অজানা বিষয় জানার সুযোগ হয়েছে। যেমনভাবে উল্লেখযোগ্য কীভাবে এক অসুস্থ প্রবীণকে ফিজিওথেরাপি করানো হবে, আবার এক অসুস্থ প্রবীণাকে রাইজটিউব পরাতে হবে। যা ছিল এই শিক্ষা শিবিরের অন্যতম বিষয়। সুতরাং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন।

এই শিক্ষাশিবিরে প্রায় ২৪৭ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন জেলা থেকে অংশ গ্রহণ করেছেন। আমাদের পবিত্র সংগঠন বেথুন জেরিয়াট্রিকস অব ইন্সটিটিউট থেকে ৭ জন অংশ গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে— অশোক ধর, ডা. গোবিন্দ মাইতি, ডা. বীরেন মজুমদার, রমাপ্রসন্ন দত্ত, রথীন্দ্রনাথ মৈত্র, নারায়ণ ঘোষ এবং আমি নিজেও অংশ গ্রহণ করেছি। তা ছাড়াও আমরা কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধির উপস্থিতি দেখেছি যেমনভাবে আই.সি.ডি.এস, গ্রামসেবক, আশাকর্মী এবং এন.জি.ও'র কর্মীরা। মূলত তাঁদেরই বেশি প্রশ্ন ছিল এই শিক্ষা শিবিরে। কেননা তাঁরা নিয়মিত এই কাজের সঙ্গে যুক্ত।

এই শিক্ষাশিবির দুদিনে ৬টি বিভাগে ভাগ করে আলোচকদের বলার সুযোগ তৈরি করেন ব্যবস্থাপকরা এবং আলোচনার মধ্যে যদি প্রশ্ন থাকে তার উত্তর দেবার ব্যবস্থা করে দেন আয়োজকরা। যেমনভাবে বলা চলে রায়গঞ্জের আদিল হোসেন, গঙ্গারামপুরের শ্যামলী সাহা, হুগলীর চিন্ময় রায় এবং নদিয়ার ডলি রায়, এবং দেবশ্রী রায় প্রত্যেকেই আলাদা প্রশ্ন করে লিখিত উত্তরের দাবী করলে সংগঠকরা সাদর আমন্ত্রণ জানায়।

ব্যবস্থাপকদের অভিনন্দন না জানালে অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি। তারা যেমন কলকাতার

প্রতিনিধিদের সহযোগিতা করেছেন আবার কলকাতার বাইরের প্রতিনিধি ২৭ জনের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন যা এক কথায় অভূতপূর্ব। তাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় দুদিনের শিক্ষাশিবির এক নতুন আলোকবর্তিকা যা সবার জন্য অন্যতম এক দিশা।

মুদ্রাদোষ

উপেক্ষিৎ শর্মা

তুমি কাছে এলে হাতে হাতে জড়িয়ে যায় পথ
সত্যিটা উঠে দাঁড়ায় তোমার নখে আর
নেইলপালিশে
তুমি চলে গেলে মিথ্যে নামক এক ঢাউস পাশবালিশ
গুগল ম্যাপ ঘেঁটেঘুঁটে খুজে নেয় রাতবিরেতের ঠিকানা
ঝরে পড়া সাদা ফুলের জলরঙা সেলফি
ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ার
যৌনগন্ধী পেজে
লাইক আর কমেন্টে ভরে যায়
অতিবাহিত মৃত্যুর রোজনামচা

এইটুকু শিখে নিতে লাল মেঘমুলুকে
আজীবন আস্তানা গেড়েছি
দেখেছি তোমার ধুলো পায়ে আতরের
হা-হুতাশ আর
আত্মহননের পরিচয়পত্র

জেনে গেছি হারাকিরি শব্দে কোনো গতি নেই,
নেই চপলতা,
শুধুই বর্ণবিদ্বেষী মুদ্রাদোষের এপিঠ-ওপিঠ

জন্ম ঃ ২৭/০৭/১৯৪৬

মৃত্যু ঃ ১৯/০৪/২০২২

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে

রঞ্জন মৈত্র স্মরণে - শ্রদ্ধা

— আমরা, স্বজন সাথীরা

Vol : XIV Issue : I, 15th, April, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-2-

প্রশ্ন

মৃণাল দত্ত

'আচ্ছা বাবা, বলো দেখি
টিকটিকিরা কোথা থেকে জল খায়?'

'সেকি জানো না টুকাই
টিকটিকিরা দেয়াল চেটে তৃষ্ণা মেটায়
বর্ষাকালে দেয়ালগুলো ভিজে থাকে
সারা বছর ওদের জন্য জল রেখে যায়?'

'আচ্ছা বাবা, এত ছোটে সারা সময়
এত দম কোথায় পায়?

'আরে, ঘোড়া হলো টিকটিকিদের মামা
তাইতো ওরা মামার মতো কেবলি ধায়।'
'তাই যদি হয় বাবা
ঘোড়ারা সব কত্ত বড়, ওরা কেমন ছোট?'

'এসব হলো বিবর্তনের ফল
জগৎজোড়া সকল প্রাণীই বড় এবং ছোট
হাতির দ্যাখো বিশাল আকার
দুলিয়ে থাকে বড় বড় কান
পিঁপড়ে আবার এত ছোট
দেখা যায় না প্রায়, কামড়ে তার বিষের বাণ।
সব কিছুরই কারণ থাকে
প্রকৃতি দেয় সবার শ্বাস
নীল আকাশে সাদা মেঘ কালো মেঘ
কেবল ছোটে পিছনে তার বইছে বাতাস।'

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা
৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বিকেল ৫টা
৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) সন্ধে ৭টা
৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in